দেওয়ান শামসুর রকিব

শায়লা

শায়লার পরনে ব্লাউজ আর পেটিকোট। মেঝে আর খাটের সাথে এলোমেলোভাবে লেপ্টে থাকা শাড়িটি তুলে পরতে থাকে। হালকা নীল রঙের জর্জেট শাড়িতে শায়লাকে খুব আকর্ষণীয় আর সুন্দর দেখায়, শায়লা ভালো করেই জানে। প্রতিদিন আয়নাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখে সাজতে খুব পছন্দ শায়লার, কিন্তু এখন যে তার প্রচণ্ড ব্যস্ততা। সময় নেই, দ্রুত শাড়িটি পরতে থাকে।

ঘরটি অবস্থাপন্ন, আবসাবপত্রে তার ছাপ সুস্পষ্ট। উপর থেকে ঝুলে থাকা চারটি লাল চায়নিজ ল্যাম্প শেডের আলোতে আলোকিত জায়গাটা। বিশাল বিশাল ফুলের পর্দা দিয়ে ঢাকা জানালাগুলো। ফলে ঘরটিতে এখন আলো আর আঁধারির মাঝামাঝি অবস্থান যেন।

শায়লা দ্রুত হাতে আলমারি থেকে পাঁচশত টাকার বান্ডিলগুলো বের করতে থাকে, খাটে অলসভাবে পড়ে থাকা হাত ব্যাগটি তুলে নিয়ে তার মধ্যে রাখে। সাইড টেবিলের উপর বার্মিজ সুন্দর কারুকাজ করা টেবিল ল্যাম্প, তার নিচের ড্রয়ার খুলে দেখে ওষুধপত্র, নানান ধরনের কাগজ আর একটি পিস্তল। পিস্তলটি নেবে কি? কি ভেবে ড্রয়ারটি বন্ধ করে। এরপর নিচের ড্রয়ারটি খুলে, সেখানে দেখে কয়েকটি পাঁচশত টাকার নোট। নোটগুলো নিয়ে ব্যাগে পুরে।

গল্প

শেষবারের মতো ঘরটির চারদিক ভালো করে দেখে ব্যাগটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। একটু পরেই আবার ফিরে আসে, ওপাশের সাইড টেবিলে একটি চেইন। স্বর্ণের। শায়লা চেইনটি ব্যাগে ভরে।

শব্দহীন ঘরটিতে খেলা করে শূন্যতা নয়, বাতাস নয়, তারচেয়েও ভয়ঙ্কর একটি লোকের লাশ। খাটের কাছে মেঝেতে পড়ে আছে লাশটি। রক্তে অনেকটা ভেসে গেছে মেঝে পিঠে ছুরি বিঁধানো।

ট্রেনের কামরা। ফার্স্টক্লাস। বিকেল। চারজন যাত্রী কামরাতে, একপাশে বসে দুজন তাস খেলছে। জুয়া। দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন দান হারলেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আহ্, যা শালা... দাঁড়া এবার দেখবি জাতীয় শব্দ উচ্চারণে কামরার নীরবতা ভঙ্গ করছে।

তৃতীয় যুবকটি, একপাশে বই নিয়ে বসে আছে। বইটি পড়ার চেয়ে বিপরীত পাশে বসে থাকা শায়লাকে দেখার প্রতি মনোযোগী বেশি। শায়লা বসেছে জানালার ধারে। ট্রেনের গতি আর বাতাসও খুব, ফলে এলোমেলো হয়ে উড়ছে শায়লার অবাধ্য চুলগুলো।

শায়লা ম্যাগাজিন দিয়ে প্রায় মুখ ঢেকে পড়ছে, আর যুবকটি সময় বুঝে শায়লাকে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে। যুবকটি একটু বেশিই যেন তাকাচ্ছে? তাকাক না। সুন্দরকে কার না ভালো লাগে? শায়লার এসব ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ছেলেদের আকর্ষণ করতে পারলে এক প্রকার আনন্দই হয় তার। বারবার হাত চলে যাচ্ছে হাত ব্যাগের দিকে? যুবকটি এ ব্যাপার লক্ষ্য করছে কি? কোনো সন্দেহ? না, যুবকটি শুধু তাকেই দেখছে— শায়লা আশ্বস্ত হয়।

শায়লা ম্যাগাজিন পড়ার চেষ্টা করছে। চোখে মুখে দুপুরের সেই ব্যস্ততা বা কোনো তাড়া নেই, মুখটি এখন বেশ শান্ত, মায়াময়। কিন্তু চিন্তা এখনো পিছু ছাড়েনি। যাচ্ছে কোথায়? প্রথমে একটি হোটেলে উঠতে হবে। এসব খুনটুন হলে তো রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল আর আবাসিক হোটেলগুলোতে প্রথমে খোঁজ পড়ে, তল্লাশি হয়। হোটেলে ওঠার কোনো ইচ্ছে নেই। বাংলোবাড়ি নয়তো রেস্ট হাউজে উঠতে হবে। যদিও এসব জায়গায় উঠতে অগ্রিম অনুমতি লাগে। শায়লা মৃদু হেসে ওঠে— এইসব ছাপোষা কেয়ারটেকারদের মাথা কীভাবে নষ্ট করতে হয়, ভালো করেই জানা আছে তার।

তখনই পঞ্চম যাত্রী অর্থাৎ মেয়েটি কামরাতে আসে। বাথরুমে ছিল না অন্য কোথাও? হতে পারে কোনো পরিচিত ছেলে ছিল পাশের কামরাতে, স্বামীকে আড়াল করে এতক্ষণ গল্প করছিল নিশ্চয়ই? কিছুই বলা যায় না, ভাবে শায়লা। সবাইকে নিজের মতো করে ভাবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু মানুষ কারো সম্বন্ধে ভাবতে গেলে, নিজেকে দিয়েই বিচার করে? আজ শায়লার কি হয়েছে, এত দার্শনিক চিন্তা আসছে কেন? নিজেই অবাক হয়। মৃদু হাসে। না যুবকটি আর শায়লাকে দেখছে না। সুন্দর হেসে হেসে মেয়েটি মানে নিজ স্ত্রীর সাথে গল্প করছে। মেয়েটিকে বলে দিলে কেমন হয়, কিছুক্ষণ আগে তোমার স্বামী হ্যান্ডলার মতো আমাকে দেখছিল? না থাক। এতটা প্রকাশিত হওয়া যাবে না। সামনে কি আছে? শায়লা জানে না, ভাবতে চায় না।

দুমুঠো ভরে টাকা উড়ানোর স্বপ্ন দেখত শায়লা। আজ বাস্তব। কিন্তু শায়লা জানে না এর ঠিক চার ঘণ্টা পরে কি বিভৎস রহস্য অপেক্ষা করছে!

চট্টগ্রাম স্টেশনে এসে থেমে গেছে ট্রেনটি। রাত দশটা। শোভন কামরাতে লাফিয়ে বাদুড় ঝোলা হয়ে আসা কুলিদের দাপাদাপি-টানাটানি। শায়লাদের কামরাতে ওই একই অবস্থা। টানাটানি করতে থাকে কুলি। শায়লা কুলি নেয় না। হাতব্যাগটি কাঁধে আর ট্রাভেল ব্যাগে চাকা থাকাতে টেনে নিয়ে যেতে কোনো সমস্যাই হয় না। কম্পার্টমেন্ট পার হয়ে এসে দাঁড়ায় স্টেশনের বাহিরে, সারি সারি লাইন করা ট্যাক্সিক্যাব চোখে পড়ে। কয়েকজন ক্যাবওলা এগিয়ে আসে, শায়লা টুপ করে একটি ইয়েলো ক্যাবে উঠে পড়ে। গন্তব্য উল্লেখ করে টেলিভিশন সেন্টারের সামনে। ক্যাবটি যেতে থাকে।

টেলিভিশন সেন্টারের সামনে আরো কিছুটা পথ এগিয়ে গেলেই বেশ কটি বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি পাওয়া যাবে। নিরিবিলি। দুদিন থেকে অবস্থা বুঝে কক্সবাজার চলে যাবে। তারপর সেন্টমার্টিন। কোনো এক রিসোর্টে থাকবে অনেকটা দিন। টাকার সমস্যা নেই। সজল বোকা। এত টাকা ঘরে রেখেছে, কেন বলতে গেল শায়লাকে। শায়লা হেসে ওঠে। হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে শায়লা একটু ঘাবড়ে যায়। ঘাবড়ায় কি?

চারপাশটা বেশ নির্জন। এটা কোন জায়গা? একসময় চট্টগ্রামে ছিল শায়লারা। সব জায়গাই তো চেনা, এই রাস্তাটা তো তারা চেনা নয়। লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে ক্যাবওলাকে দেখার চেষ্টা করে শায়লা। বদ মতলব নেই তো লোকটার। হ্যাঁ। ওই তো লোকটি কেমন ভাবে যেন তাকাচ্ছে লুকিং গ্লাসে, শায়লার বুকটা কি কেঁপে ওঠে। না শায়লার ওসব গা সওয়া। এই সব ছিঁচকে ক্যাবওলাদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়, ভালো করেই জানা আছে তার। শায়লা সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

কিছুদূর গিয়ে ঠিকই ক্যাবটি বিশ্রী শব্দ করে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়।

- কি হলো?

- দেখতে হইবো। আপনে বসেন আমি দেখি। ঘাবড়ায়েন না। মনে হয় না খুব জটিল কিছু হইছে।

- ব্যাটা তোর বিটলামি আমি বুঝি না মনে করেছো? শায়লা মনে মনে বলে।

ক্যাবওলা সামনের বনেট খুলে নিজেকে আড়াল করে। সময় দেখে। একটু পরেই কিছুদূর থেকে অন্ধকার ফুড়ে দুজন লোক বের হয়ে আসে। যাক আজ দাওটা

ভালোই মারা যাবে— একধরনের আত্মতুষ্টিতে ভোগে ক্যাবওলা। তিনজনের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি হলেও মেয়েটি তো তার একার। পার্টনারদের আবার পরনারীদে আসক্তি নেই।

ক্যাবওলা এগিয়ে আসতেই দেখে নেই, পাখি তো নেই! গেল কোথায়? দরজা খোলার শব্দ তো পায়নি? হাওয়ায় ভেসে চলে নাকি মেয়েটা? বিবিধ এইসব চিন্তা আর করতে দেয় না পার্টনাররা।

ব্যাগ নেই, লাগেজ নেই, কেউ নেই— খালি ক্যাব দেখে বিরক্ত পার্টনাররা।

- ওই হালার পুত, মাল কই?
- আমাগো লগে চিটারি করস?
- চিটারি করবি, হোগার মইধ্যে লাঠি ঢুকাইয়া দিমু কইলাম...

এই রকম নানান ঝাড়ি আর শাসানোর আড়ালে ক্যাবওলা কিছুই বলতে পারে না। এমনকি বোঝাতে সক্ষম হয় না যে, লাগেজসহ একটি সুন্দরী রমণী এসেছিল কিন্তু মেয়েটি কোন ফাঁকে চলে গেছে, ব্যাপারটি সে বুঝতেই পারেনি? পার্টনাররা এবার সন্দেহ করে— মাঝে মাঝে ক্যাবওলা হেরোইন খায়, আজও খেয়ে এসেছে তাই উল্টোপাল্টা বকছে।

- মার শালারে...

একটু অপেক্ষা করার পর, সময় বুঝে শায়লা আড়াল থেকে বের হয়। খালি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। না, কোথাও কোনো গাড়ি আসতে অথবা যেতে দেখা যায় না। কিছুদূর এভাবে একাকী হাঁটতে থাকে। ক্লান্তিতে পা একসময় আর চলতে পারে না।

হঠাৎ সামনে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। একটি বাড়ি। বাংলো প্যাটার্ন। ওখানে কি থাকা যায়? প্রশ্ন উঁকি দেয়। বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। না, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বাতি জ্বলে আছে কেন? নিশ্চয়ই ভেতরে কেউ আছে? সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে। বারান্দা। অর্কিড জাতীয় গাছ কয়েকটি টবে ঝুলে আছে। সুন্দর ছিমছাম। দরজায় পিতলের সিংহ নক হোল্ডার। সেটা ধরে নক করে। দুমিনিট পার হয়। কেউ দরজা খোলে না।

দুমিনিট পর আবার নক করে। এবারও কেউ দরজা খোলে না।

আশ্চর্য, কেউ ঘরে নেই নাকি? এসব ভাবনার মধ্যে বাড়িটির সামনে খালি জায়গাটাতে দাঁড়ায় শায়লা। চারদিকটা দেখার চেষ্টা করে।

আবার সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দা, দরজার কাছে কাছে এসে দাঁড়ায়। কি ভেবে দরজার লকে হাত রাখে। খোলার চেষ্টা করে। অবাক করে দিয়ে দরজা খুলে যায়। আশ্চর্য। এ বাড়ির লোকদের আক্কেল নেই নাকি? এত রাতে দরজা কেউ খুলে রাখে? এরকম নানান ভাবনার মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে দাঁড়ায় শায়লা।

ডুপ্লেক্স বাড়িটি। ঘরে ঢুকেই ড্রইংরুমের একপাশে ডাইনিং টেবিল। চারদিকে টিপটপ ছিমছাম ভাব যেন এইমাত্র কেউ ঘরটি পরিষ্কার করেছে। মেঝেতে টাইলস। নিচু হয়ে তাকালে নিজের চেহারা অনেকটা দেখা যায়।

সব ঠিক আছে কিন্তু দরজা খোলা কেন? একটু কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে? কিইবা হবে? তাহলে দরজা খোলা কেন? সোফা সেট আর লাইট স্ট্যান্ড দিয়ে রুমটি সাজানো হলেও দেখার মতো কয়েকটি অ্যান্টিকস আর শোপিস ভরা রুমটির একপাশে বেশ বড় একটি অ্যাকুরিয়াম, সেখানে হরেক রকমের মাছ খেলা করছে। তাহলে?

ডাকবে কিনা ভাবতে থাকে শায়লা। কিন্তু সবাই যে ভুলটি করে শায়লা সেই ভুলটি করে।

ধীরপায়ে এগুতে থাকে। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যায়। উপরে দোতলার লন, চারপাশে কয়েকটি রুম। প্রথম রুমে স্টাফ করা নানান রঙের পাখি সাজানো ঘরটিতে। দ্বিতীয় ঘরটি লাইব্রেরির রুম। বই আর বই। তৃতীয় ঘরটি সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। মনে হয়, এইমাত্র কেউ ঘরটি সাজিয়ে বের হয়ে গেছে। বিছানায় একটি স্লিপিং গাউন পড়ে আছে। গাউনটি তো কোনো মহিলার? সেই মহিলাটি এখন কোথায়? ঘরে? কোন ঘরে? ঘরটি এত নিস্তব্ধ কেন? ভাবনায় ডুবে যেতে থাকে শায়লা।

ধীরপায়ে আবার কখন যে নিচের ড্রইংরুমে চলে এসেছে শায়লা বুঝতেই পারেনি। বুঝতে পেরে এই প্রথম শায়লা ডেকে ওঠে—

- কেউ কি আছেন?

নীরবতা।

- শুনছেন, কেউ কি আছেন?

আবার চিৎকার, আবার নীরবতা।

শায়লা বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবে, তখনই হঠাৎ কোথা থেকে এক লোক এসে উপস্থিত হয়। কোন দরজা দিয়ে আসলো, কোন রুম থেকে বের হলো, প্রশ্ন বটে? দাঁড়ি গোঁফে ঢাকা পুরোটা মুখ। বয়স আন্দাজ করা যায় না। সত্তর, আশি না আরো বেশি বয়স হবে? বয়সের ভারে লোকটি নুয়ে পড়েছে। এই লোকের পক্ষে হঠাৎ এতটা নিঃশব্দে আসা অসম্ভব! ভাবনার সময় না দিয়ে ফ্যাসফেসে নয়, স্পষ্ট কণ্ঠে—

- কাকে চায়?
- আপনি কে?
- বলুন কি দরকার?
- থাকার জায়গা হবে?
- এটা তো বাংলো নয়।
- না, মানে বলছিলাম আমার থাকার জায়গা দরকার। রাত অনেক হয়েছে, কোনো গাড়িও পাচ্ছি না যে, অন্য কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবো।
- ঠিকানা ভুল করছেন?
- না।
- ক্যাবওলা গণ্ডগোল করেছে?
- হ্যাঁ, আশ্চর্য আপনি জানলেন কি করে?
- আগের দুটি ঘটনা এমন ছিল।
- ঠিক বুঝলাম না!
- ভাত খেয়েছেন?
- হ্যাঁ, না... খিদে মরে গেছে।
- তাহলে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।
- কোথায়?
- উপরে, তিন নম্বর রুমে।
- ওখানে কেউ থাকে বলে মনে হলো?
- কেউ থাকে না।
- গাউনটা কার?
- আপনার।
- মানে? আমি তো গাউন পরি না!
- এ বাড়ির নিয়ম।
- আশ্চর্য নিয়ম। আর কি কি নিয়ম আছে?
- এ বাড়ির বাইরে কেউ যেতে পারে না।
- কেন?
- যেতে দেয়া হয় না বলে।
- আশ্চর্য! যেতে না দেয়ার কি আছে?
- সময় হলে আপনিও জানতে পারবেন।
- আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?
- আপনি তো ভয় পাওয়ার মতো মেয়ে নন।
- আপনি কি করে জানলেন?
- শুয়ে পড়ুন। চলি তাহলে।

লোকটি চলে যায়।

এক গাদা প্রশ্ন আর নিস্তব্ধতা ঘরজুড়ে খেলা করে। শায়লা দোটানায় পড়ে। খাটে বসে ভাবতে থাকে শায়লা। থেকে গিয়ে কি ভুল করল? অচেনা অজানা একটি বাড়ি কিন্তু রাত অনেক হয়েছে। এত রাতে যাবেইবা কোথায়? একটি মাত্র রাতের ব্যাপার, ভোর হলেই কেটে পড়তে হবে? লোকটি বয়স্ক— এর দ্বারা কি তার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে? বৃদ্ধ মানুষ আবার কি করবে? তারপরও লোকটির কথায় কোথায় যেন একটা রহস্য আছে? ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না শায়লা।

হ্যাঙ্গারে ঝোলানো স্লিপিং গাউনটার দিকে তাকায়। চমৎকার দেখতে গাউনটি। পরবে না ভেবে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখেছিল। কি ভেবে উঠে বসে। গাউনটি পরে। আলমারির বিশাল আয়নাতে নিজেকে দেখে। নিজের শরীরের সাথে সুন্দর মানিয়েছে। মনেই হয় না যে, শায়লার ছিল গাউনটা। গাউনটাকেও সাথে করে নিয়ে যাবে— মনে মনে ভাবে শায়লা।

খাটে বসে নিজের পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে। টাকাগুলোকে হাতব্যাগ থেকে বের করে ট্রাভেল ব্যাগের কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। প্রায় দু'লক্ষ টাকা। গুণে দেখেনি। দেখার সময় কোথায়?

খুব টেনশন গেছে। পরিকল্পনাটি যে হঠাৎ করেই!

রুমী আপার সাথে পরিচয় না হলে কি হতো শায়লার? রঙিন অনেক কিছুই দেখা হতো না! হোস্টেলের ধারাবাহিক জীবনে রুমী আপাকে দেখে ঈর্ষা জাগত শায়লার। দামি কাপড়চোপড়, বিদেশি সেন্ট, বডি স্প্রে, নেইলপলিশ, হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করত। টাকা ওড়াতো দুহাতে। শায়লার লোভ হতো। ব্যাপারটা আসলে কিছুই না। লোকের হাতে এখন প্রচুর টাকা। বৈধ থেকে অবৈধ টাকা বেশি— ব্ল্যাক মানি। দুহাতে ওড়াচ্ছে। টোপ গিলতে হবে। শরীর থাকাতে আর মেয়েদের চিন্তা কি? ছেলেরা মুখিয়ে আছে। জানা দরকার কয়েকটি নাম্বার। ব্যস, হয়ে গেল। সেলিনা থেকে শায়লা। কয়েকজন পুরুষ ঘুরে সজল, এই সজলই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে বলেছিল টাকার কথা। তাতেই চট করে পরিকল্পনাটা মাথায় আসে। সজল আবার বেশিদিন কোনো মেয়েকে কন্টিনিউ করে না। শায়লার সাথে এর আগে একবার মিলিত হয়েছিল। সেই দিনও এ বাড়িতে কেউ ছিল না। বাড়িটি অ্যাপার্টমেন্ট না বলে রঙমহল বলা যায়। এদিকে দুদিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শীতকালীন এক মাসের ছুটি, পরিকল্পনা মতো ব্যাগ নিয়ে বের হতে শায়লার কোনো সমস্যাই হয়নি। কোথায় যাচ্ছো— প্রশ্নটা কারো মনে হওয়ার কথা নয়। সজলের মোবাইলটি লেকের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। নিশ্চিন্ত। কখন শায়লা ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। যখন ঘুম ভাঙে তখন নিজেকে আবিষ্কার করে বদ্ধ, গুমোট, চারপাশজুড়ে আটকানো ছোট একটি বাক্সে। কফিন, কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারে শায়লা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় শায়লার। মরিয়া হয়ে খোলার চেষ্টা করে, লাভ হয় না। চিৎকার করতে থাকে- কেউ শোনে না।

বাড়িটির উপরের বন্ধ ঘরে আরো দুটি কফিনের পাশে পড়ে থাকে শায়লার কফিনটিও।

পরদিন, তার পরদিন এবং তারপর আরো দুদিন পর্যন্ত পেপারে সজলের খুনের নিউজটি আসতে থাকে।